চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) **২৭ মার্চ ২০২২**

মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিতে মেয়র

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা প্রত্যয় দীপ্ত
কোন চক্রান্তই বাধাগ্রস্থ করতে পারবেনা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী শতাধিক বছর পূর্বের কবি রঙ্গলাল বন্দোপধ্যায়ের একটি কবিতার উদ্বিতি দিয়ে বলেছেন, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়/ দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়"। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের স্বাধীনতার সূর্যকে আমাদের পলিমাটির পূর্বদিগন্তে উদয় ঘটাতে পেরেছি। স্বাধীনতার মূল্য যে কি অপরিসীম তা স্বাধীনতার জন্য যারা যুগ যুগ ধরে রক্ত দিয়ে যাচ্ছে, তারাই সবচেয়ে ভালো বুঝেন। এই স্বাধীনতার মাধ্যমেই আমাদের সামনে খুলে গেছে সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। স্বাধীনতার ৫১বছর পর আমরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি বাংলাদেশ এখন কারো অবহেলার পাত্র নয়। সার্বিক ব্যর্থতাকে কাটিয়ে বিশ্বের কাছে কিছু সমীহ অর্জন করেছি। এই অভাবনীয় অর্জন দিন দিন হয়ে উঠছে সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর এইভাবেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় প্রত্যয়দিপ্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোন অপশক্তি তা রুখতে পারবেনা। গতকাল শনিবার মহান স্বাধীনতার দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্যারেড ময়দানে চসিক পরিচালিত স্কুল-কলেজ'র গাইড, স্কাউট রোভার, রেঞ্জার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, হাসান মুরাদ বিপ্লব, মো. নুরুল আমিন, শৈবাল দাশ সুমন, নাজমুল হক ডিউক, পুলক খাস্তগীর, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, মো. আতাউল্লাহ, এসরারুল হক, নূর মোস্তাফা টিনু, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসি, শাহীন আকতার রোজী, রুমকী সেনগুপ্ত, বেগম লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী, হুরে আরা বেগম, তছলিমা বেগম নুরজাহান, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, আইন কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, স্বাধীনতার অর্জনের মাত্র তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা ২১বছর দেশটাকে মিনি পাকিস্তান বানিয়ে রেখেছিলো। শুধু তা নয় আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করে এদেশেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে এবং ৩০লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সব অর্জন ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এখনো স্বাধীনতা বিরোধীরা এই চক্রান্তে লিপ্ত। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে সজাগ থাকতে হবে এদের চক্রান্ত রুখে দিতে।

স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মিউনিসিপ্যাল স্কুল মাঠে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন, সকাল ৭টায় নগর ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন, এবং প্যারেড ময়দানে চসিক পরিচালিত স্কুল-কলেজ'র ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে এবং দিনব্যাপি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

চট্টগ্রাম সবক্ষেত্রে অগ্রগামী
আজাদী সম্পাদক এম এ মালেকের
একুশে পদক প্রাপ্তিতে তা আবারও প্রমাণিত : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম সবকিছুতে অগ্রণী। বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোর কোন সম্পাদক একুশে পদক পায়নি। সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক এম.এ মালেক দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক প্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রাম যে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা পাঠ করেছিলেন জননেতা এম.এ হান্নান। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, কারো হুইসেলের আওয়াজ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে একথা কোন বোকাও বিশ্বাস করবে না। তাই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা পাঠকারি এম.এ হান্নানের জায়গায় অন্য কারো নাম প্রচার অবান্তর।

গতকাল ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ডে চসিক হোমিওপ্যাথিক কলেজ মাঠে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবস ও একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজনদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন। সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এম.এ মালেক, ভ্যাটেরনারী ও এ্যানিমেল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ, সংরক্ষিত কাউন্সিলর লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী।
প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আ জ ম নাছির উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে একটি স্বার্থন্বেষী মহল উঠে পড়ে লেগেছে। তারা কোন সময় স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নাই। এখনও সে বিষয় নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত। তিনি আরো বলেন, অনেক রক্তপাত ও লড়াই সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আর এখন যে সংগ্রাম তা হলো অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
একুশে পদকপ্রাপ্ত সংর্বর্ধিত অতিথি এম.এ মালেক বলেন, আমার একুশে পদক প্রাপ্তির অর্জনের গৌরব আমার একার নয় পুরো চট্টগ্রামবাসীর। বাঙালির মহান ভাষা আন্দোলনের সাথে আমাদের পরিবারে সম্পৃক্ততা রয়েছে। একুশের প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ এই কবিতাটি কোহিনূর প্রেসের ছাপাখানায় ছাপানোর দায়ে আমার মরহুম পিতা আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেন অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আমাদের প্রেস ম্যানেজার ও নিকট আত্মীয় দবির উদ্দিন ৬মাসের কারাভোগ করেছিলেন তা আজ ইতিহাসের অংশ হয়েছে বলে গৌরব বোধ করি। তিনি নিজেকে সাধারণ হিসেবে দাবী করেন এবং সাধারণ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারলেই তার জীবন স্বার্থক হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
উপাচার্য প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ বলেন, একুশে পদক প্রাপ্তি আমার জন্য বিস্ময়ের। যারা এ সম্মান আমাকে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক নীতি, আদর্শ ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশ বিস্ময়কর স্থানে জায়গা দখল করুক এই প্রত্যাশা করি।
সভাশেষে একুশে পদকপ্রাপ্তদের সম্মাননা ক্রেস্ট ও এস.এস.সি ও এইচ.এস.সিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডে ডিজিটাল সাইনবোর্ড উদ্বোধনকালে মেয়র

তথ্য প্রবাহের এই যুগে উন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, প্রান্তিক মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে ডিজিটালাইজড হওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। তথ্য প্রবাহের এই যুগে উন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। না হলে আমাদের অনেক অর্জন বৃথা হয়ে যাবে। আজ রোববার সকালে দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড কার্যালয়ের ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।
কাউন্সিলর অধ্যাপক মো. ইসমাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
মেয়র আরো বলেন, দেশের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

রমজানকে পুঁজি করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে কোন ধরণের কারসাজি বরদাস্ত করা হবে না : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেন ভোগান্তি না হয় সে লক্ষে ভর্তুকিমূল্যে পণ্য সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে প্রায় ৩লক্ষ পরিবারকে কার্ডের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম পুরো রমজান মাস অবদি চালু থাকবে। তিনি অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে যে কোন কারসাজি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। আজ রোববার সকালে বাগমনিরাম ওয়ার্ডে প্রতিবন্ধী পরিবারের কাছে ভর্তুকিমূল্যে পণ্য সামগ্রী বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন উম্মে হাবিবা আঁখি, সাধারণ সম্পাদক এস.এম সিরাজ, আবদুল মালেক, নুরুল আজিম, মো. নুরুল আবছার, মো. ইসমাইল, মো. সুমন, রাসেল বাবু, মো. সোহেল, সোহার ভূইয়া, সানি তানহা, জোবেয়া খানম।
মেয়র আরো বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে জনগণকে ভোগান্তিকে ফেলতে একটি মহল তাদের মুনাফাখোরী। ব্যবসায়িক স্বার্থে নানা ধরণের কারসাজি করলেও প্রধানমন্ত্রীর সঠিক পদক্ষেপে তাদের এ অপতৎপরতা সফল হয়নি।

ভবিষ্যতেও এধরণের অপচেষ্টা চালালে তা সফল হবে না। তিনি ওয়ার্ড পর্যায়ে যে পণ্য বিক্রি হচ্ছে তা সুশৃঙ্খলভাবে বন্টন ও বিপননের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করায় দেওয়ানহাট মোড়স্থ আলিফ রেষ্টুরেন্টকে ২লক্ষ টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ রবিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী এর নেতৃত্বে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা, দুর্গন্ধময় পরিবেশে রান্নাঘরে খাবার প্রস্তুত ও বাসি মুরগির মাংস,গ্রীল এবং শর্মা বিক্রির উদ্দেশ্যে ফ্রিজে সংরক্ষণ করার দায়ে দেওয়ানহাট মোড়স্থ আলিফ রেস্টুরেন্টকে ২লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩